নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

শিক্ষাসেবায় বদলে গেছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশ | ২১ অক্টোবর ২০১৮, ০০:০০ | আপডেট: ২১ অক্টোবর ২০১৮, ০১:৩৩

ড. এম এ মাননান

ড. এম এ মাননান

দূরশিক্ষণে দেশের একমাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়টি হয়ে উঠেছে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণ শিক্ষা ব্যবস্থানির্ভর একটি জনপ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়। প্রযুক্তির নানামুখী ব্যবহার করে শিক্ষা বিস্তারণে দেশজুড়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে শিক্ষাসেবায় বদলে গেছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষণ। নামটি শুনলেই মনে হতো একসময় কাছের শিক্ষণেই কূলকিনারা পাওয়া যায় না, আবার দূর থেকে শিক্ষণ! দূর থেকে কীভাবে শিক্ষালাভ করা যায়? স্কুলে-কলেজে-মাদ্রাসায়-বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষকের মুখোমুখি বসে শিক্ষা নিতে গিয়ে কত ঝক্কি পোহাতে হয়; সেখানে শিক্ষকের কাছে না গিয়ে কী শিখব, কীভাবে শিখব? এসব চিন্তা ছিল, এখনো আছে অনেকের মধ্যে। অধ্যাপক ওয়াল্টার পেরির মধ্যেও ছিল। ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ (ব্রিটিশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য) পেরি কিন্তু এ রকম চিন্তা মনে থাকার পরও থেমে থাকেননি। তিনি অনেক বোদ্ধা ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করেছেন, বিশিষ্টজনদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন, ছোট্ট পরিসরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং দূরশিক্ষণকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য বাস্তব উদ্যোগ নিয়েছেন। তার দীর্ঘ পথপরিক্রমায় অনেক সমালোচনার শিকার হয়েছেন, নিরুৎসাহজনক বিদ্রƒপ বাক্য শুনেছেন, তবে দমে যাননি। পৃথিবীর প্রথম উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়ে দিয়েছেন, কীভাবে দূরশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষায় বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আওতায় আনা যায় এবং তাদের জ্ঞানার্জনের স্পৃহাকে আরও বেগবান করা যায়। তিনি যদি আজ বেঁচে থাকতেন, দেখতে পেতেন সারা দুনিয়ায় ৬০টির বেশি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কত লাখ শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনের আকুলতাকে মূল্য দিয়ে তাদের সেবা করে যাচ্ছে; শিক্ষার্থীদের কাছে শিখনসামগ্রী পৌঁছে দিয়ে ঘরে বসে লেখাপড়া করার সুযোগ করে দিচ্ছে, ডিগ্রি নিয়ে তাদের

ক্যারিয়ার গঠনে সহায়তা করছে, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় তাদের দক্ষতা বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং সর্বোপরি সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রমাণ করে দিয়েছে, যাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই, হয় অর্থের অভাবে নতুবা যাতায়াতব্যবস্থার সংকটে কিংবা ঘরোয়া কাজে বা ব্যবসা-বাণিজ্য-চাকরিতে ব্যস্ত থাকার কারণে, তারা আপন আলয়ে থেকেই চালিয়ে যেতে পারে শিক্ষাগ্রহণের কাজ এবং পেতে পারে জীবনে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য।

বাংলাদেশে যখন নব্বইয়ের দশকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগোচ্ছিল দূরশিক্ষণের একমাত্র প্রতিষ্ঠানটি, তখনো অনেকে উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই দেখেছিল এ উদ্যোগকে। সময়ের বিবর্তনে প্রতিষ্ঠানটি এখন শক্ত পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে। শুধু দেশের সীমানাতেই সেবা দিচ্ছে ছয় লাখের কাছাকাছি শিক্ষার্থীকে। এখন দেশের সীমানার বাইরেও পা দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। প্রথমে যাচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ায় এবং একই সঙ্গে যাবে আরব আমিরাতে। এর পরের টার্গেট মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে রয়েছে কয়েক লাখ বাংলাদেশি প্রবাসী কর্মী। প্রযুক্তির অভাবনীয় প্রসার এখন সাহস জোগাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটিকে সীমানা পেরিয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে পা বাড়াতে। প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। আজ ২১ অক্টোবর, এ বিশ্ববিদ্যালয়টি ২৬ বছরে পদার্পণ করল। ২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বিগত বছরে জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করেছে রজতজয়ন্তী। পাঁচটি সমাবর্তনের মাধ্যমে উৎসাহিত করেছে কয়েক লাখ ডিগ্রিধারী গ্র্যাজুয়েটের। এ পর্যন্ত ২২ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী শিক্ষা সমাপ্ত করেছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

গাজীপুরে ৩৫ একর জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস। সুদৃশ্য ভবন, সবুজ বৃক্ষরাজি, দীর্ঘ নারিকেল গাছের সারি, প্রকৃতির সজীবতা দৃষ্টিনন্দন ক্যাম্পাসে সহজেই সবার মন কাড়ে। বিশালকায় প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকলেই চোখে পড়ে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য 'স্বাধীনতা চিরন্তন'। পাশেই গড়ে উঠেছে অত্যাধুনিক শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব অডিটোরিয়াম ও ট্রেনিং কমপ্লেক্স। ক্যাম্পাসের পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে বিশালাকায় মিডিয়া সেন্টার ও মক ভিলেজ (কৃত্রিম গ্রাম)। সব একাডেমিক প্রোগ্রামের রেডিও-টেলিভিশন অনুষ্ঠান তৈরি, ওয়েব রেডিও, ওয়েব টেলিভিশন, ইন্টারনেটভিত্তিক শিক্ষা প্রোগ্রাম তৈরির এক মহান কর্মযজ্ঞ চলছে এ মিডিয়া সেন্টারে। প্রধান কার্যালয়ে ১১টি প্রশাসনিক বিভাগ, একটি ই-লার্নিং সেন্টার, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষণা কেন্দ্রসহ বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যে রয়েছে মিডিয়া বিভাগ, কম্পিউটার বিভাগ, প্রকাশনা মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ এবং স্টুডেন্ট সাপোর্ট সার্ভিসেস বিভাগ। মিডিয়া বিভাগ টেলিভিশন ও বেতার অনুষ্ঠান তৈরি এবং প্রকাশনা মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ পাঠ্যপুস্তক তৈরি ও বিতরণ করে থাকে। স্টুডেন্ট সাপোর্ট সার্ভিসেস বিভাগ শিক্ষার্থী সেবায় নিয়োজিত। বিনামূল্যে ৪০০-এর অধিক বিষয়ের প্রায় ১ কোটি ২৬ লাখ ৩৮ হাজার ৮০০ সংখ্যক পাঠ্যবই মুদ্রণ করে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠানো হয় প্রতিবছর।

আগে থেকে চালু আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ও গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের পাশাপাশি চালু করা হয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর সৈনিকদের জন্য প্রয়োজনভিত্তিক সিলেবাসের মাধ্যমে এসএসসি ও এইচএসসি প্রোগ্রাম। সম্প্রতি চালু হয়েছে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন আলট্রা সাউন্ড প্রোগ্রাম, মাস্টার অব পাবলিক হেলথ ও মাস্টার্স ইন ডিজঅ্যাবিলিটি ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম। এসব প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী হতে আগ্রহী হচ্ছেন অনেক ডাক্তার ও ফিজিওথেরাপিস্ট। অচিরেই চালু হতে যাচ্ছে ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসি, প্রাইমারি হেলথ কেয়ার, মাস্টার্স ইন সাসটেইনেবল এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল লাইভলিহুড, মাস্টার অব বিজনেস স্টাডিজ, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা-ইন-হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা-ইন-সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট। এসডিজি বাস্তবায়নে মানবসম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে এসেছে। যেসব প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের কোর্স বা প্রোগ্রাম চালু রয়েছে কেবল সেখানেই টিউটোরিয়াল সেন্টার খোলা হয়েছে। ভাষা শিক্ষা কোর্সের মধ্যে চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। চীনের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার ফলে এ প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ গ্রহণে উৎসাহ দেখা দিয়েছে। ই-লার্নিং সেন্টারে নিয়মিতভাবে শিক্ষকদের ই-এডুকেশনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ওপেন এডুকেশন রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে দূর পাঠে প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে। ইউজিসির সহায়তায় Quality Assurance Cell প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতম প্রার্থীর নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাক্রমে চার ও তিন স্তরের পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

বাউবির সব ধরনের ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে প্রায় শতভাগ টেন্ডার ইজিপি পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হচ্ছে। বাউবির আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের জন্য একটি শক্তিশালী অডিট সেল ও বাজেট পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রায় সব শিক্ষক ও কর্মকর্তার জন্য ডেস্কটপ কম্পিউটারসহ আইপি ফোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে বাউবির মূল ক্যাম্পাসে অবস্থান করার জন্য টিউটর, কো-অর্ডিনেটর, শিক্ষার্থী-প্রশিক্ষণার্থী ও দেশি-বিদেশি অতিথিদের জন্য গেস্ট হাউস নির্মাণসহ দূরদূরান্ত থেকে আসা পুরুষ ও নারী শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক 'স্টুডেন্ট কর্নার' নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রযুক্তির স্পর্শে বদলে গেছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। পূর্ণ প্রযুক্তিবান্ধব এখন এ বিশ্ববিদ্যালয়। অনলাইনে ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন, ফি প্রদান, পরীক্ষার ফল প্রকাশের কারণে শুধু শিক্ষা কার্যক্রমেই গতিময়তা আসেনি, শিক্ষার্থীদের সময় ও অর্থেরও অনেক সাশ্রয় হয়েছে। তথ্য আহরণে ও বিস্তরণে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম ত্বরান্বিত হয়েছে। ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার পথে তাই এখন এ বিশ্ববিদ্যালয়। বাউবি এরই মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা,

ভাষা শিক্ষা, শিক্ষক/গবেষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ব্রিটিশ ওপেন ইউনিভার্সিটি, ওপেন ইউনিভার্সিটি অব শ্রীলংকা, চীনের উনান বিশ্ববিদ্যালয়, ওপেন ইউনিভার্সিটি অব মালেয়শিয়া। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য হিসেবে বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারকরণে তৎপর এখন এ বিশ্ববিদ্যালয়টি।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে জনগণের মধ্যে আরও বিকশিত করার ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। যুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুদূরপ্রসারী কর্মসূচি ও কর্মপন্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হৃদয়ে প্রোথিত করার লক্ষ্যে কতিপয় যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেÑ ক. মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; খ. মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান ও নাতি-নাতনিদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ দিচ্ছে; গ. সব পাঠ্যপুস্তকে 'মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা' এবং 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ'বিষয়ক পাঠক্রম অংশটি শিক্ষার্থীদের পড়ানোার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে মুক্তিযোদ্ধাদের টিউটর হিসেবে নিয়োগ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ছাড়া বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ও অনুপ্রেরণায় ২৬ হাজার টিউটরকে আইসিটিতে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত করেছেÑ ই-লার্নিং সেন্টার প্রতিষ্ঠাসহ ই-প্ল্যাটফরম তৈরি করা হয়েছে; শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি করা ই-বুকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে, যা বিনামূল্যে যে কোনো শিক্ষার্থী বা জনগণ ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারে; অত্যাধুনিক ই-লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; রয়েছে ছয়টি ইন্টারঅ্যাক্টিভ ভার্চুয়াল শ্রেণিকক্ষ; বাউবি-টিউব, ইউটিউব, ফেসবুক ও টুইটারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আইসিটিভিত্তিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে; যাদের ইন্টারনেট কানেকশন নেই অথবা থাকলেও দুর্বল গতি তাদের জন্য মোবাইল ফোনে এসডি কার্ডে ভিডিও-অডিও লেকচার দিয়ে দেওয়া হচ্ছে; ওয়েব টিভি ও ওয়েব রেডিও চ্যানেল নিয়মিত প্রোগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে; শিক্ষার্থীরা অনলাইনে ভর্তিসহ সব ধরনের ফি বিকাশের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন অ্যাকাউন্টে জমা দিতে পারছে; পরীক্ষার রেজাল্ট সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রসেসিং করার কারণে এখন অনধিক দুই মাসের মধ্যে কয়েক লাখ শিক্ষার্থীর রেজাল্ট প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে; ২৬ হাজার টিউটর ও ১৫ হাজারের অধিক পরীক্ষককে অনলাইন ট্র্যাকিং ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে; আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ পুরো প্রশাসনিক কর্মকা-কে এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিংয়ের (ইআরপি) মাধ্যমে পরিচালনা করে প্রশাসনে পরিপূর্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়েছে; নিয়োগ প্রক্রিয়াতেও ছোঁয়া লেগেছে আধুনিকায়নের।

১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র, ৮০টি উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং প্রায় ১ হাজার ৬০০টি স্টাডি সেন্টারে ৫৩টি শিক্ষা প্রোগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান রয়েছে। সার্টিফিকেট লেভেল থেকে শুরু করে এমফিল, পিএইচডি পর্যন্ত শিক্ষাদান করছে বিশ্ববিদ্যালয়। সাশ্রয়ী অর্থে শিক্ষার্থীরা সময়মতো পড়ালেখার মধ্য দিয়ে এখানে তাদের কোর্স সমাপ্ত করতে পারছে। চাকরির পাশাপাশি পড়াশোনা করে কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ করে দিয়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়। সে জন্য দেশের লাখো শিক্ষার্থীর প্রিয় প্রতিষ্ঠান উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

দূরশিক্ষণে দেশের একমাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়টি হয়ে উঠেছে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণ শিক্ষা ব্যবস্থানির্ভর একটি জনপ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়। প্রযুক্তির নানামুখী ব্যবহার করে শিক্ষা বিস্তারণে দেশজুড়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে শিক্ষাসেবায় বদলে গেছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

য় ড. এম এ মাননান : উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোহাম্মদ গোলাম সারওয়ার

১১৮-১২১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

ফোন: ৫৫০৩০০০১-৬ ফ্যাক্স: ৫৫০৩০০১১ বিজ্ঞাপন: ৮৮৭৮২১৯, ০১৭৬৪১১৯১১৪

ই-মেইল : news@ dainikamadershomoy.com, editor@ dainikamadershomoy.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৮ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি